বিনামূল্যে

ওমরাহ নির্দেশিকা

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

সর্বশেষ হালনাগাদ: ২০ নভেম্বর, ২০২৬

মাবরুর ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

সূচিপত্র

০১ ওমরাহ কী: পরিচয়, বিধান ও ফজিলত

০২ ইহরাম বাঁধার নিয়ম: মীকাত, নিয়ত ও তালবিয়া

০৩ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও দম

০৪ তাওয়াফ করার নিয়ম ও দোয়া

০৫ সাঈ করার নিয়ম ও দোয়া

০৬ হলক ও কসর: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার নিয়ম

০৭ মহিলাদের ওমরাহর নিয়ম

০৮ ওমরাহর সাধারণ ভুল

০৯ মদিনা জিয়ারতের নিয়ম ও আদব

একজন আলেমের পর্যালোচনা চলছে। নিজের ক্ষেত্রে কোনো মাসআলায় সন্দেহ থাকলে আলেমের কাছ থেকে জেনে নিন।

অধ্যায় ০১

ওমরাহ কী: পরিচয়, বিধান ও ফজিলত

ওমরাহ শব্দের অর্থ জিয়ারত বা সাক্ষাৎ। শরিয়তের পরিভাষায় ইহরাম বেঁধে কাবা শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করাকে ওমরাহ বলে। হজের মতো এর নির্দিষ্ট দিন নেই; বছরের যেকোনো সময় পালন করা যায়।

চার ধাপে ওমরাহ

১. ইহরাম: মীকাতের আগে ইহরামের পোশাক পরে নিয়ত করুন ও তালবিয়া পড়ুন।

২. তাওয়াফ: হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কাবা শরীফের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করুন, এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়ুন।

৩. সাঈ: সাফা থেকে শুরু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার যাতায়াত করুন।

৪. হলক (মাথা মুণ্ডন) বা কসর (চুল ছোট করা): পুরুষরা মাথা মুণ্ডন করবেন বা চুল ছোট করবেন, আর নারীরা চুলের আগা থেকে সামান্য কাটবেন।

মক্কায় পৌঁছানোর পর সাধারণত তিন থেকে চার ঘণ্টায় পুরো ওমরাহ শেষ হয়ে যায়, তবে ভিড়ের ওপর সময় অনেকটা নির্ভর করে।

ওমরাহ কি ফরজ?

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহ পূর্ণ করো” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬)। সামর্থ্যবানের জন্য জীবনে একবার ওমরাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

আরাফার দিন, কোরবানির দিন এবং এর পরের তিন দিন (৯–১৩ জিলহজ) ওমরাহ শুরু করা মাকরুহ।

ওমরাহর ফজিলত

- এক ওমরাহ থেকে পরের ওমরাহ পর্যন্ত মাঝের গুনাহগুলোর কাফফারা হয়ে যায় (সহিহ বুখারি ১৭৭৩)।
- রমজানের ওমরাহ সওয়াবে একটি হজের সমান; এক বর্ণনায় এসেছে, “আমার সঙ্গে হজ করার সমান” (সহিহ বুখারি ১৭৮২, ১৮৬৩; সহিহ মুসলিম ১২৫৬)। তবে এতে ফরজ হজ আদায় হয় না।

অধ্যায় ০২

ইহরাম বাঁধার নিয়ম: মীকাত, নিয়ত ও তালবিয়া

ইহরাম ওমরাহর প্রবেশদ্বার। নিয়তের সঙ্গে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম শুরু হয়; তখন থেকে ইহরামের নিষেধাজ্ঞাগুলো মেনে চলতে হয়।

ইহরামের আগে

১ নখ কাটুন, গোঁফ ছোট করুন, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করুন।

২ গোসল করুন; এটি সুন্নত। মাসিক বা প্রসবোত্তর স্রাব চলা নারীরাও গোসল করে ইহরাম বাঁধবেন (সহিহ মুসলিম ১২১৮; সুনানে আবু দাউদ ১৭৪৪)।

৩ পুরুষরা চাইলে শরীরে সুগন্ধি লাগাতে পারেন, তবে ইহরামের কাপড়ে নয় (সহিহ বুখারি ১৫৩৯)।

ইহরামের পোশাক

- পুরুষরা: দুটি সাদা চাদর পরবেন, একটি কোমরে জড়াবেন, অন্যটি গায়ে দেবেন। শরীরের মাপে সেলাই করা পোশাক পরবেন না; মাথা খোলা রাখবেন। পায়ের পাতার ওপরের উঁচু হাড় খোলা থাকে এমন স্যান্ডেল পরবেন (সহিহ বুখারি ১৫৪২)।
- নারীরা: যেকোনো রঙের স্বাভাবিক শালীন পোশাক পরবেন। নিকাব পরবেন না, মুখে কাপড় লাগতে দেবেন না; হাতমোজা না পরাই উত্তম (সহিহ বুখারি ১৮৩৮)।

নামাজ, নিয়ত ও তালবিয়া

১ মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ুন; এটি সুন্নত। ফরজ নামাজের পর ইহরাম বাঁধলে সেটিই যথেষ্ট।

২ মনে মনে ওমরাহর নিয়ত করুন এবং মুখে বলুন:

ওমরাহর নিয়ত

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

লাব্বাইকা উমরাতান।

হে আল্লাহ, ওমরাহর জন্য আমি হাজির।

সহিহ মুসলিম ১২৫১ অবলম্বনে (সেখানে হজ ও ওমরাহ একসঙ্গে: ‘লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান’)

৩ এরপর তালবিয়া পড়ুন। নিয়তের সঙ্গে তালবিয়া পড়ার মাধ্যমেই ইহরাম শুরু হলো।

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরিক নেই।

সহিহ বুখারি ১৫৪৯; সহিহ মুসলিম ১১৮৪

- পুরুষরা তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়বেন; নারীরা এমন নিচু স্বরে পড়বেন, যাতে শুধু নিজে শোনেন।
- পথে বারবার তালবিয়া পড়তে থাকুন। সবাই মিলে একসুরে পড়ার প্রমাণ নেই; প্রত্যেকে নিজে পড়বেন।
- তাওয়াফ শুরুর সময় হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম (চুমু দেওয়া, হাত দিয়ে স্পর্শ করা বা দূর থেকে ইশারা করা) করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করবেন (সুনানে আবু দাউদ ১৮১৭; আল-হিদায়া)।

> ⚠ **সতর্কতা:** প্রচলিত দোয়া "আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাতা ফাইয়াসসিরহা লি..." হাদিসে বর্ণিত নয়; এটি ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে। নিয়ত ও তালবিয়াই যথেষ্ট।

অন্যের পক্ষ থেকে ওমরাহ

অন্য কারও পক্ষ থেকে ওমরাহ করলে নিয়তের সময় তাঁর নাম নিয়ে বলুন: "লাব্বাইকা উমরাতান আন (নাম)"। নবীজি (সা.) একজনকে 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা' বলতে শুনেছিলেন (সুনানে আবু দাউদ ১৮১১)।

ইহরামে শর্ত করা (ইশতিরাত)

অসুস্থতা বা অন্য কোনো বাধার কারণে ওমরাহ শেষ করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে ইহরাম বাঁধার সময় একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া যায়। এর অর্থ আল্লাহর কাছে আগেই বলে রাখা: পথে যদি আটকে যাই, তাহলে সেখানেই ইহরাম খুলব।

নবীজি (সা.)-এর চাচাতো বোন দুবাআ বিনতে জুবাইর (রা.) অসুস্থ অবস্থায় হজে যেতে চেয়েছিলেন। নবীজি (সা.) তাঁকে ইহরামের সময় বলতে বলেন: "আল্লাহুম্মা মাহিল্লি হাইসু হাবাসতানি", অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আপনি যেখানে আমাকে আটকে দেবেন, সেখানেই আমার ইহরাম খোলার স্থান" (সহিহ বুখারি ৫০৮৯; সহিহ মুসলিম ১২০৭)।

সুস্থ মানুষের জন্য এটি জরুরি নয়। অসুস্থ বা বয়স্ক হলে যাত্রার আগে একজন আলেমের কাছ থেকে জেনে নিন।

বাংলাদেশ থেকে গেলে মীকাত

১ ঢাকা থেকে বিমানে গেলে পথভেদে ইয়ালামলাম বা কারনুল মানাযিলের বরাবর আকাশপথেই মীকাত পার হতে হয় (মীকাতের হাদিস: সহিহ বুখারি ১৫২৪; সহিহ মুসলিম ১১৮১)।

২ বিমানে ওঠার আগেই ইহরামের কাপড় পরে নিন; ক্রু মীকাতের ঘোষণা দেওয়ার কিছু আগে নিয়ত করে তালবিয়া পড়ুন।

⚠ **সতর্কতা:** জেদ্দা বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের মীকাত নয়। ইহরাম ছাড়া মীকাত পার হলে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হয়, নইলে দম দিতে হয়।

আগে মদিনা গেলে ঢাকা থেকে ইহরাম লাগে না। মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে মদিনার মীকাত যুল-হুলাইফা (আবইয়ারে আলী) থেকে ইহরাম বাঁধবেন; মীকাতের হাদিস অনুযায়ী যে পথ দিয়ে আসবেন, সে পথের মীকাতই আপনার মীকাত।

অধ্যায় ০৩

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও দম

ইহরাম বাঁধার পর থেকে ওমরাহ শেষে চুল কাটা পর্যন্ত কিছু কাজ নিষিদ্ধ থাকে। ভুলে বা না জেনে কিছু হয়ে গেলে ঘাবড়াবেন না; নিচের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিকার আছে।

সবার জন্য নিষিদ্ধ

- শরীরে বা কাপড়ে আতর ও সুগন্ধি লাগাবেন না; সুগন্ধযুক্ত সাবান, শ্যাম্পু ও ক্রিমও এড়িয়ে চলুন।
- চুল কাটবেন না, কামাবেন না বা উপড়াবেন না; নখও কাটবেন না।
- স্থলভাগের প্রাণী শিকার করবেন না (সূরা আল-মায়িদা ৫:৯৫)।
- স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা এবং এর দিকে নিয়ে যায় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকুন।
- পাপ কাজ, ঝগড়া ও তর্ক থেকে দূরে থাকুন (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৭)।

পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা

- পুরুষরা: শরীরের মাপে বানানো পোশাক (জামা, পায়জামা, মোজা) পরবেন না; মাথা ও মুখ ঢাকবেন না।
- পুরুষরা: পায়ের পাতার ওপরের উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা পরবেন না (সহিহ বুখারি ১৫৪২)।
- নারীরা: নিকাব পরবেন না; মুখে কাপড় লাগতেও দেবেন না। মুখ থেকে দূরে রাখা আবরণ, যেমন ক্যাপ নিকাব, জায়েজ।

- নারীরা: হাতমোজা না পরাই উত্তম (সহিহ বুখারি ১৮৩৮)।

যা জায়েজ

- গোসল করতে ও মাথা ধুতে পারেন (সহিহ বুখারি ১৮৪০); সুগন্ধিমুক্ত সাবানও ব্যবহার করা যায়।
- ইহরামের কাপড় বদলাতে বা ধুতে পারেন।
- মশা ও মাছি মারতে পারেন; এতে কিছু দিতে হয় না। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও সাপের মতো ক্ষতিকর প্রাণীও মারা যায় (সহিহ বুখারি ১৮২৯)।

> ⚠ **সতর্কতা:** শরীরের উকুন মারবেন না; মারলে সামান্য সদকা দিতে হয়।

ভুল হলে কী দিতে হবে

ভুল	প্রতিকার
একটি পূর্ণ অঙ্গ বা তার বেশি জায়গায় সুগন্ধি	**দম**
এক অঙ্গের কম জায়গায় সুগন্ধি	**সদকা**
সেলাই করা পোশাক পরা বা মাথা ঢাকা, পুরো এক দিন বা এক রাত	**দম**
একই কাজ এক দিনের কম সময়	**সদকা**
মাথার এক-চতুর্থাংশ বা বেশি চুল কাটা	**দম**
এর কম চুল কাটা	**সদকা**
এক হাত বা এক পায়ের পাঁচটি নখই কাটা	**দম**
পাঁচটির কম নখ	**প্রতি নখে সদকা**
তাওয়াফের চার চক্করের আগে স্ত্রী-সহবাস	**ওমরাহ নষ্ট; শেষ করে পরে কাজা করবেন, সঙ্গে দম**

দম মানে হারামের সীমানায় একটি ছাগল বা ভেড়া জবাই করা। সদকা মানে অর্ধ সা’ গম (সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ) বা তার মূল্য দান করা।

অসুস্থতা বা বাধ্যবাধকতার কারণে এমন কিছু করলে তিনটির যেকোনো একটি করা যায়: একটি দম দেওয়া, ছয়জন মিসকিনকে তিন সা’ খাবার দেওয়া, অথবা তিন দিন রোজা রাখা (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬)।

⚠ **সতর্কতা:** নিজের ক্ষেত্রে কী দিতে হবে, তা একজন আলেমের কাছ থেকে জেনে নিন।

রেফারেন্স: কুদুরি, আল-মুখতাসার; কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে

অধ্যায় ০৪

তাওয়াফ করার নিয়ম ও দোয়া

তাওয়াফ ওমরাহর একমাত্র রুকন। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কাবা শরীফকে বাঁ দিকে রেখে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়; প্রতিটি চক্কর হাজরে আসওয়াদে এসে শেষ হয়।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

১ ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন, নবীজির (সা.) ওপর সালাম পাঠ করুন, তারপর এই দোয়া পড়ুন:

মসজিদে প্রবেশের দোয়া

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আল্লাহুম্মাফ তাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।

হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

সহিহ মুসলিম ৭১৩; এর আগে নবীজির (সা.) ওপর সালাম: সুনানে আবু দাউদ ৪৬৫

মসজিদে প্রবেশের সময় আশ্রয় প্রার্থনা

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শাইতানির রাজীম।

আমি মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর সম্মানিত চেহারা ও চিরন্তন ক্ষমতার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।

সুনানে আবু দাউদ ৪৬৬ (আলবানির মতে সহিহ)

তাওয়াফের আগে

১ অজু অবস্থায় থাকুন।

২ পুরুষরা চাদরের মাঝখান ডান বগলের নিচ দিয়ে এনে দুই প্রান্ত বাঁ কাঁধে রাখুন, যাতে ডান কাঁধ খোলা থাকে (ইজতিবা; সুনানে আবু দাউদ ১৮৮৩)। এটি শুধু তাওয়াফের সময়ই করবেন।

রেফারেন্স: কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে; আল-হিদায়া

হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু

১ হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে পাথরে চুমু দিন; না হলে ডান হাতে স্পর্শ করে হাতে চুমু দিন (সহিহ মুসলিম ১২৬৮)।

২ তা-ও সম্ভব না হলে দূর থেকে ইশারা করে "আল্লাহু আকবার" বলুন (সহিহ বুখারি ১৬১৩)। নামাজের তাকবিরের মতো দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে হাতের তালু পাথরের দিকে রাখবেন, এরপর হাতের তালুতে চুমু দেবেন (রদ্দুল মুহতার)।

৩ এ সময় তালবিয়া বন্ধ করুন।

হাজরে আসওয়াদের সামনে

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

আল্লাহর নামে, আর আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

ইবনে উমর (রা.)-এর আমল, বায়হাকি, সহিহ সনদে; শুধু 'আল্লাহু আকবার' নবীজি (সা.) থেকে: সহিহ বুখারি ১৬১৩

⚠ **সতর্কতা:** পাথরে চুমু দেওয়া সুন্নত, কিন্তু ধাক্কাধাক্কি করে কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম। ভিড় থাকলে ইশারাই যথেষ্ট।

রেফারেন্স: ইবনে আবেদিন, রদ্দুল মুহতার; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির

সাত চক্কর

১ কাবা শরীফকে বাঁ দিকে রেখে হাঁটুন। পুরুষরা প্রথম তিন চক্করে ছোট ছোট কদমে কাঁধ দুলিয়ে দ্রুত হাঁটবেন (রমল; সহিহ মুসলিম ১২৬২), বাকি চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন।

২ হাতিম (হিজরে ইসমাঈল) কাবারই অংশ, তাই এর বাইরে দিয়ে ঘুরুন। ভেতর দিয়ে গেলে সেই চক্কর আবার করতে হবে; পুরো তাওয়াফ আবার করা উত্তম।

৩ রুকনে ইয়ামানি সম্ভব হলে ডান হাতে স্পর্শ করুন, চুমু দেবেন না। স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা বা তাকবির ছাড়াই এগিয়ে যান (সহিহ বুখারি ১৬০৯)।

৪ রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে এই দোয়া পড়ুন:

রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝের দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবান নার।

হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন, এবং আমাদের জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

সূরা আল-বাকারা ২:২০১; সুনানে আবু দাউদ ১৮৯২

৫ প্রতিবার হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে ইশারা করে “আল্লাহু আকবার” বলুন। সপ্তম চক্কর হাজরে আসওয়াদে শেষ হবে।

বাকি সময় নিজের ভাষায় দোয়া, জিকির ও কুরআন তিলাওয়াত করুন। তাওয়াফের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েজ।

⚠ **সতর্কতা:** প্রতি চক্করের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট দোয়া হাদিসে নেই। অনেক বইয়ে ‘প্রথম চক্করের দোয়া’, ‘দ্বিতীয় চক্করের দোয়া’ ছাপা থাকে; ইবনে তাইমিয়া, ইবনে উসাইমিন ও আলবানি এগুলোকে ভিত্তিহীন বলেছেন।

রেফারেন্স: কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে; আল-হিদায়া

তাওয়াফের পর

১ পুরুষরা ডান কাঁধ ঢেকে নিন। মাকামে ইবরাহীমের দিকে যেতে যেতে পড়ুন:

মাকামে ইবরাহীমের দিকে যেতে যেতে

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা।

আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানাও।

সূরা আল-বাকারা ২:১২৫; নবীজি (সা.) এখানে পড়েছেন: সহিহ মুসলিম ১২১৮

২ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ পড়ুন; ভিড় থাকলে মসজিদের যেকোনো স্থানে পড়তে পারেন। প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত (সহিহ মুসলিম ১২১৮; জামে তিরমিজি ৮৬৯)। এই দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব।

৩ দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করুন (সহিহ বুখারি ১৬৩৭) এবং পান করার সময় নিজের প্রয়োজনের দোয়া করুন।

৪ সম্ভব হলে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ইস্তিলাম করুন (চুমু দিন, হাত দিয়ে স্পর্শ করুন বা দূর থেকে ইশারা করুন), তারপর সাঈর জন্য সাফার দিকে যান (সহিহ মুসলিম ১২১৮)।

⚠ **সতর্কতা:** জমজম পানের সময় ইবনে আব্বাসের নামে প্রচলিত দোয়া "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআন..."-এর সনদ দুর্বল। যেকোনো দোয়া করুন।

রেফারেন্স: কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে; আল-হিদায়া

অধ্যায় ০৫

সাঈ করার নিয়ম ও দোয়া

সাঈ মানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার যাতায়াত করা; এর সঙ্গে মা হাজেরার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সাঈ সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়ায় শেষ হয়; সব মিলিয়ে পথ প্রায় ৩.২ কিলোমিটার।

সাফায় শুরু

১ সাফার কাছে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়ুন। এটি শুধু শুরুতে একবার পড়বেন, প্রতি চক্করে নয়:

সাঈর শুরুতে, সাফার কাছে একবার

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ।

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।

সূরা আল-বাকারা ২:১৫৮; সহিহ মুসলিম ১২১৮

এরপর বলুন

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি।

আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমি তা দিয়েই শুরু করছি।

সহিহ মুসলিম ১২১৮

২ সাফায় উঠে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং দোয়ার মতো দুই হাত তুলুন।

৩ তিনবার “আল্লাহু আকবার” বলে নিচের জিকিরটি পড়ুন, তারপর নিজের ভাষায় দোয়া করুন। জিকির ও দোয়া এভাবে পালা করে তিনবার করুন (সহিহ মুসলিম ১২১৮; মুয়াত্তা মালিক)।

সাফা ও মারওয়ায় কাবার দিকে মুখ করে যে জিকির পড়বেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়া‘দাহু, ওয়া নাসারা ‘আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই, এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক; তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

সহিহ মুসলিম ১২১৮

সাত চক্কর

১ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলে এক চক্কর হয়, মারওয়া থেকে সাফায় ফিরলে হয় আরেক চক্কর। সপ্তম চক্কর মারওয়ায় শেষ হবে।

২ দুই সবুজ বাতির মাঝখানে পুরুষরা দ্রুত চলবেন (সহিহ মুসলিম ১২১৮)। নারীরা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন; এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য আছে।

৩ মারওয়ায় পৌঁছেও সাফার মতো একই কাজ করবেন।

সাঈর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই; যেকোনো দোয়া, জিকির ও তিলাওয়াত করুন। দুই সবুজ বাতির মাঝে ইবনে মাসউদ (রা.) নিচের দোয়াটি পড়তেন; এটি তাঁর আমল, নবীজি (সা.) থেকে প্রমাণিত নির্দিষ্ট দোয়া নয়।

দুই সবুজ বাতির মাঝে (ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আআজ্জুল আকরাম।

হে আমার রব, ক্ষমা করুন ও দয়া করুন; নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে পরাক্রমশালী, সবচেয়ে মহানুভব।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৩১৬২৬; সাহাবির আমল (নবীজি (সা.)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনাটি দুর্বল)

রেফারেন্স: ইবনুল মুনজির, আল-ইজমা; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৩১৬২৬

জেনে রাখুন

- সাঈর জন্য অজু শর্ত নয়, তবে অজু অবস্থায় করা উত্তম।
- সাঈ তাওয়াফের পরে হয়; তাওয়াফের আগে সাঈ করলে তা গণ্য হয় না।
- ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিয়ে বাকিটা শেষ করা যায়। হুইলচেয়ারেও সাঈ করা যায়; নবীজি (সা.) বাহনে চড়ে তাওয়াফ ও সাঈ করেছেন (সহিহ মুসলিম ১২৭৩)।

রেফারেন্স: কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে; ইবনে কুদামা, আল-মুগনি

অধ্যায় ০৬

হলক ও কসর: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার নিয়ম

সাঈ শেষ করার পর চুল কাটার মধ্য দিয়ে ওমরাহ সম্পন্ন হয় এবং ইহরামের নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

পুরুষদের জন্য

১ পুরো মাথা মুণ্ডন করা (হলক) উত্তম। নবীজি (সা.) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করেছেন, তারপর চুল ছোটকারীদের জন্যও দোয়া করেছেন (সহিহ বুখারি ১৭২৭, ১৭২৮)।

২ চুল ছোট করলে (কসর) পুরো মাথার চুল আঙুলের এক কড় পরিমাণ কাটুন।

রেফারেন্স: সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২৭; কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে

নারীদের জন্য

১ নারীরা মাথা মুণ্ডন করবেন না (সুনানে আবু দাউদ ১৯৮৫)। চুল একত্র করে আগা থেকে আঙুলের এক কড় (প্রায় এক ইঞ্চি), বা তার চেয়ে সামান্য বেশি কাটুন।

ওমরাহ সম্পন্ন

- চুল কাটার পর ইহরামের সব নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়; স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারেন।

- সাঈ শেষ হওয়ার আগে চুল কাটবেন না।

রেফারেন্স: কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে; নববী, মিনহাজুত তালিবিন; সহিহ বুখারি ১৭৫৫

অধ্যায় ০৭

মহিলাদের ওমরাহর নিয়ম

নারীদের ওমরাহ পুরুষদের মতোই, তবে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। এখানে সেগুলো একসঙ্গে দেওয়া হলো।

পুরুষদের থেকে যা আলাদা

- পোশাক: যেকোনো রঙের স্বাভাবিক শালীন পোশাক পরবেন; নিকাব পরবেন না, মুখে কাপড় লাগতে দেবেন না (সহিহ বুখারি ১৮৩৮)। পরপুরুষের সামনে মুখ থেকে দূরে রাখা আবরণ, যেমন ক্যাপ নিকাব, ব্যবহার করতে পারেন।
- হাতমোজা না পরাই উত্তম, তবে পরার অনুমতি আছে।
- তালবিয়া নিচু স্বরে পড়বেন।
- নারীদের তাওয়াফে ইজতিবা ও রমল নেই, সাঈতেও সবুজ বাতির মাঝে দ্রুত চলতে হয় না।
- চুল: আগা থেকে আঙুলের এক কড় পরিমাণ কাটবেন; মাথা মুণ্ডন করবেন না (সুনানে আবু দাউদ ১৯৮৫)।

রেফারেন্স: ইবনুল মুনজির, আল-ইজমা; আল-হিদায়া

মাসিক (হায়েজ) চলাকালে

মাসিক অবস্থায়ও মীকাতে ইহরাম বাঁধা যায়: গোসল করে নিয়ত ও তালবিয়া পড়বেন, শুধু ইহরামের নামাজ পড়বেন না। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও তাওয়াফ করবেন না; পবিত্র হয়ে গোসল করার পর তাওয়াফ ও সাঈ করে ওমরাহ সম্পন্ন করবেন। এ সময় ইহরামের নিষেধাজ্ঞাগুলো বহাল থাকবে।

রেফারেন্স: সুনানে আবু দাউদ ১৭৪৪; সহিহ বুখারি ৩০৫; সহিহ মুসলিম ১২১১

সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলে

যাত্রার তারিখের সঙ্গে মাসিকের সময় মিলে যেতে পারে মনে হলে বুকিংয়ের সময় আমাদের জানান, যাতে সফরসূচিতে বাড়তি সময় রাখা যায়। নিজের অবস্থা অনুযায়ী একজন আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিন।

বিদায়ী তাওয়াফ

ওমরাহর ক্ষেত্রে মক্কা ছাড়ার আগে বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয়; অনেক আলেম একে মুস্তাহাব বলেন। মাসিক চলাকালে তা করতে হয় না।

মাহরাম

শরিয়তের বিধান: নারীরা মাহরামের সঙ্গে সফর করবেন। সৌদি আইন: সর্বশেষ জানা নিয়মে ১৮ বছরের বেশি বয়সী নারীরা মাহরাম ছাড়াও ওমরাহ ভিসা পান; বুকিংয়ের সময় আমরা বর্তমান নিয়ম নিশ্চিত করব। নিজের ক্ষেত্রে একজন আলেমের পরামর্শ নিন।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি ১৮৬২; সহিহ মুসলিম ১৩৪১

অধ্যায় ০৮

ওমরাহর সাধারণ ভুল

অনেক প্রচলিত আমলের কুরআন-হাদিসে ভিত্তি নেই, আবার কিছু ভুলে দম দিতে হয়। আলেমরা যেসব ভুলের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, সেগুলো এখানে দেওয়া হলো।

ইহরামে

- ইহরাম ছাড়া মীকাত পার হয়ে জেদ্দায় গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন না; এতে দম দিতে হয়।
- ইহরাম বাঁধার সময় থেকেই ডান কাঁধ খোলা রাখবেন না; ইজতিবা শুধু তাওয়াফের সময় করতে হয়।
- সবাই মিলে একসুরে তালবিয়া পড়বেন না; প্রত্যেকে নিজে পড়ুন।
- নির্দিষ্ট কোনো নিয়তের বাক্য মুখে না বললে ইহরাম হবে না, এমন মনে করবেন না।

রেফারেন্স: ইবনে বায, আত-তাহকিক ওয়াল ইযাহ

তাওয়াফে

- হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবেন না।
- রুকনে ইয়ামানিতে চুমু দেবেন না, দূর থেকে ইশারাও করবেন না। মাকামে ইবরাহীম, কাবার দেয়াল বা গিলাফ মুছে বরকত নেবেন না।
- হাতিমের ভেতর দিয়ে চক্কর দেবেন না।

- বই দেখে প্রতি চক্করের নির্দিষ্ট দোয়া পড়বেন না, আর দলবেঁধে জোরে দোয়া পড়ে অন্যদের বিরক্ত করবেন না।
- তাওয়াফ শুরু হলে আর তালবিয়া পড়বেন না।
- তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজের সময়ও ডান কাঁধ খোলা রাখবেন না।

রেফারেন্স: সহিহ বুখারি ১৬০৯; ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া; ইবনে উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া

সাঈতে

- প্রতি চক্করে "ইন্নাস সাফা..." আয়াত পড়বেন না; এটি শুধু শুরুতে একবার পড়তে হয়।
- সাফা থেকে মারওয়া হয়ে আবার সাফায় ফেরাকে এক চক্কর ধরে চৌদ্দবার যাতায়াত করবেন না।
- নারীরা সবুজ বাতির মাঝে দৌড়াবেন না।
- সাঈ শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়ার কোনো প্রমাণ নেই।

রেফারেন্স: সহিহ মুসলিম ১২১৮

শেষে ও মদিনায়

- মাথার কয়েক জায়গা থেকে কয়েকটি চুল কেটেই শেষ করবেন না; কমপক্ষে মাথার এক-চতুর্থাংশের চুল কাটতে হবে।
- চুল কাটার আগে ইহরামের কাপড় খুলবেন না।
- মদিনা জিয়ারতকে ওমরাহর অংশ মনে করবেন না।

- রওজা মুবারকের দিকে মুখ করে দোয়া করবেন না; জালি বা দেয়াল স্পর্শ করবেন না, চুমুও দেবেন না।

রেফারেন্স: আলবানি, মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরা; ইবনে বায, আত-তাহকিক ওয়াল ইযাহ

অধ্যায় ০৯

মদিনা জিয়ারতের নিয়ম ও আদব

মদিনা জিয়ারত ওমরাহর অংশ নয়; মদিনায় না গেলেও ওমরাহ পূর্ণ হয়। তবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া ও নবীজিকে (সা.) সালাম দেওয়া বড় সৌভাগ্যের কাজ।

মসজিদে নববী

- মসজিদে নববীর উদ্দেশে সফরের নিয়ত করুন। নবীজি (সা.) বলেছেন, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (বিশেষ সওয়াবের আশায়) সফর করা যাবে না: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা (সহিহ বুখারি ১১৮৯)।
- মসজিদে নববীতে এক নামাজ মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম (সহিহ বুখারি ১১৯০)।
- নবীজির (সা.) ঘর ও মিম্বরের মাঝের অংশ জান্নাতের বাগানগুলোর একটি, রিয়াজুল জান্নাহ (সহিহ বুখারি ১১৯৬)। সেখানে নামাজের জন্য নুসুক অ্যাপে অনুমতি নিতে হয়।

রওজা মুবারকে সালাম

১. আগে মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পড়ুন।

২. ধীরে ও আদবের সঙ্গে রওজা মুবারকের সামনে যান, নিচু স্বরে বলুন: “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ”।

৩. একটু ডানে সরে আবু বকর (রা.)-কে, তারপর আরেকটু ডানে উমর (রা.)-কে সালাম দিন।

৪ দোয়া করতে চাইলে কিবলার দিকে মুখ করে করুন।

⚠ **সতর্কতা:** জালি বা দেয়াল স্পর্শ করবেন না, চুমু দেবেন না। “যে আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব” ধরনের হাদিসগুলো আলবানি ও জাহাবির মতে জাল বা অগ্রহণযোগ্য।

রেফারেন্স: আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া; ইবনে বায, আত-তাহকিক ওয়াল ইযাহ

আরও যেখানে যাবেন

- মসজিদে কুবা: নবীজি (সা.) প্রতি শনিবার এখানে যেতেন (সহিহ বুখারি ১১৯৩)। ঘর থেকে অজু করে এসে এখানে নামাজ পড়লে একটি ওমরাহর সওয়াব পাওয়া যায় (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪১২)।
- জান্নাতুল বাকি: মসজিদে নববীর পাশের এই কবরস্থানে অসংখ্য সাহাবি শায়িত আছেন।
- উহুদ পাহাড়: এখানেই উহুদ যুদ্ধ হয়েছিল, আর হামজা (রা.)-সহ উহুদের শহীদরা এখানে শায়িত আছেন।